সমকাল

তারিখ ১৮ DEC 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১-৩

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

■ রাজবাড়ী প্রতিনিধি

স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে রাজবাড়ী সরকারি কলেজ অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে রোববার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক খলিলুর রহমান। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে বলা হলেও এ বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেয় ছাত্রলীগের একটি অংশ। এদিকে এ ঘটনায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণ বাধাগ্রস্ত হয়।

রাজবাড়ী সরকারি কলেজ

কলেজ সূত্র জানায়, রোববার সকালে একদল ছাত্র কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। পরে মিছিলটি শহর প্রদক্ষিণ করে আবার কলেজে ফেরে। এ সময় তারা কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি জানান। এ বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন সদর উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক রাসেল বাপ্পী, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, ছাত্রলীগের কর্মী নজরুল ইসলাম রুবেল, রাহাত শেখ ও শরিফুল ইসলাম বাঁধন। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে জানান, অধ্যক্ষ বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ঘরোয়াভাবে করেছেন। রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠানের নামে নাচগান হয়েছে, যা খুবই দৃষ্টিকটু।

এ ছাড়া দরিদ্র তহবিলের টাকা দরিদ্রদের দেওয়া হয় না। ছাত্ররা তার কাছে কোনো বিষয়ে গেলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন তিনি। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের বসা নিষিদ্ধ করেছেন তিনি। বিনা রসিদে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তিনশ' টাকা করে নিচ্ছেন। এ ছাড়া শুক্রবার ছুটির দিনেও একই সঙ্গে দুটি পরীক্ষা নিয়েছেন। এসব কারণে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তারা অধ্যক্ষের পদত্যাগ চান।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর খলিলুর রহমান বলেন, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলী যোগ না দেওয়ায় ছাত্রলীগের একটি অংশ এসব করেছে। তারা রোববার সকালে এসে আমাকে বলে, আজ র‍্যাগ ডে। আমি বললাম, এইচএসসির আবার র‍্যাগ ডে কী? বিদায় সংবর্ধনা করো। এর পরই তারা বেরিয়ে মিছিল শুরু করে।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, দরিদ্র তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের দুই হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত যে টাকা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেটি এইচএসসির টেস্ট পরীক্ষায় দুই থেকে তিন বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার জন্য। বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের নৃত্য ছিল। সেখানে দৃষ্টিকটু কিছুই ছিল না। তবে ছাত্রছাত্রীরা যাতে ঠিকমতো ক্লাস করে এ জন্য ক্যাম্পাসে আড্ডা দেওয়ার বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।

স্বাক্ষর